ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩১৭০

আগরতলা,২৪ মার্চ,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ২০ মার্চ, ২০২৫ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ‘‘রোগীর মৃত্যু ঘিরে নিগৃহীত চিকিৎসক ধৃত ২’’, প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় ‘‘রোগীর মৃত্যু ঘিরে গ্রেপ্তার ২’’ এবং সন্দ্যন পত্রিকায় ‘‘জিবিতে রোগীর মৃত্যু আক্রান্ত চিকিৎসক’’ এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদগুলি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে এর স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে যে, গত ১৮ মার্চ, ২০২৫ রাত আড়াইটা নাগাদ সিধাই মোহনপুরের সুভাষ দাস জিবি হাসপাতালে ভর্তি হন। তার সেরিব্রোভাসকুলার এক্সিডেন্ট (সিভিএ) অর্থাৎ ইন্টারনাল সেরিব্রাল হেমারেজ সনাক্ত করা হয়। ভর্তি করার সঙ্গে সঙ্গেই তার চিকিৎসা শুরু হয় এবং রোগীর রক্তের নমুনা এজিএমসি অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ১৯ মার্চ, ২০২৫ দুপুর সাড়ে ১১ টায় রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এই অনভিপ্রেত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেডিসিন ওয়ার্ডে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের তরফে থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় অভিযুক্ত সুশীল দাস ও বিশ্বজিৎ দাসকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনার পর এজিএমসি অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মৃত রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসায় গাফিলতি ও অবহেলা নিয়ে মেডিকেল সুপারের কাছে এখনো কোনও অভিযোগ করা হয়নি। তিনি আরও জানান, চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি ও অবহেলা ছিল কিনা তা তদন্ত করে দেখা হবে। ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

*****